৩

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ ও দলীয় ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

বর্তমান বিশ্বের পুরনো ও ঐতিহ্যমন্ডিত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেন অন্যতম। ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে 'গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য, গঠিত। ব্রিটিশ সংবিধান কোন নির্দিষ্ট সংঘ বা সংস্থার মাধ্যমে কিংবা রাজাদেশ বলে গড়ে উঠেনি বরং এটি এক দীর্ঘ ও অব্যাহত ক্রমবিবর্তনের ফল। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামন্তবাদ, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্রের সোপান অতিক্রম করে গণতন্ত্র অর্জন করেছে।

আলোচ্য পাঠে আমরা যুক্তরাজ্যের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও তার সার্বভৌমত্ব, কমন্সসভা ও লর্ড সভার গঠন ও কার্যাবলী জানতে পারব। যুক্তরাজ্যের বিচার ব্যবস্থা, আইনের শাসন ও এর রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রাপ্ত হব।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলঃ

- *১. পার্লামেন্টের গঠন, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব।*
- *২. কমন্স সভার গঠন ও কার্যাবলী।*
- *৩. কমন্স সভার বিশেষ অধিকার ও কমন্স সভার স্পীকার।*
- *৪. ব্রিটিশ আইন সভার উচ্চ কক্ষ বা লর্ড সভার গঠন ও কার্যাবলী।*
- *৫. ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন।*
- *৬. ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা।*

পাঠ-১

পার্লামেন্টের গঠন, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিটিশ পার্লামেন্টের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন;
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যুক্তরাজ্যের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেনের আইন সভার নাম পার্লামেন্ট। এটি গ্রেট ব্রিটেনের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমের সর্বোচচ সংস্থা। রাজা বা রানী এবং পার্লামেন্টের দু'টি কক্ষ - হাউস অব লর্ডস (House of Lords)এবং হাউস অব কমন্স (House of Commons) কে নিয়ে এই পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে। এ পার্লামেন্ট সুদীর্ঘকাল ধরে প্রথা পদ্ধতির মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিক বিশ্বের অনেক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন সভা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে গড়ে উঠেছে বলে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টকে "পার্লামেন্টের জননী" (Mother of Parliaments)□বলা হয়।

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টকে পার্লামেন্টের জননী বলা হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম দিকে এটি ছিল রাজার অর্থ সংগ্রহের জন্য সমর্থন আদায়ের একটি মাধ্যম বিশেষ। পরাক্রমশালী রাজশক্তির অধীনে থেকে সামন্ত শ্রেণী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে তারা যাজক শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করে। এর ফলে রাজার ক্ষমতা কিছুটা হলেও হ্রাস পায় এবং সামন্ত শ্রেণী পার্লামেন্টকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পরিবর্তে ধনিক-বনিক শ্রেণী পার্লামেন্টের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। শুরুতে সাধারণ মানুষ কমন্স সভার সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় নি। পরে ১৮৩২ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে অনেক নুতন নুতন আইন ও সংস্কার সাধিত হওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শহরের শ্রমিক শ্রেণী, নারীসহ যুক্তরাজ্যের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেন।

যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্টই আইনগতভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রথা ভিত্তিক আইন পরিচালিত হওয়ার ফলে এবং কোন লিখিত সংবিধান না থাকায় পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপর কোন আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েল্স ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন, বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবাধে ইচ্ছেমত আইন প্রণয়ন করতে পারে। পূর্বে যদি কোন আইন বা কাজ অবৈধ বলে গণ্য হত তা বৈধ ঘোষণার ক্ষমতাও রাখে। যা পূর্বে বৈধ ছিল তা অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা দিতে পারে। আদালতের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারে। প্রয়োজনে জনগণের মতামত না নিয়েই পার্লামেন্ট তার মেয়াদ বর্ধিত করতে পারে। কোন দেশাচারকে বিলুপ্ত করে অন্য কোন দেশাচারকে পার্লামেন্ট অবশ্য পালনীয় বলে আইন জারী করতে পারে। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে হলে তাতে রাজা বা রানীর সম্মতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য রাজা বা রানী এরূপ বিলে সম্মতি দিয়ে থাকেন। ১৭০৭ সালের পর কোন রাজা বা রানীর এরূপ বিলে অসম্মতি দেন নি বিধায় এটি এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটুট আছে বলেই পার্লামেন্ট জনগণের চিন্তা চেতনার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করে না। পার্লামেন্টের সদস্যগণ কমন ল, পূর্ব দৃষ্টান্ত, প্রচলিত প্রথা ও জনমতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই আইন প্রণয়ন করে থাকে।

যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্টই আইনগতভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম।

পার্লামেন্টের সর্বোচচ মেয়াদ পাঁচ বৎসর হলেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানী যে কোন সময় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন। প্রথা অনুযায়ী সরকারী বাজেট অনুমোদনসহ অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য পার্লামেন্টকে বছরে অন্ততঃ একবার অধিবেশনে বসতে হয়। প্রত্যেক

অধিবেশনে হাউস অব কমন্স গড়ে প্রায় ১৭৫ দিন এবং হাউস অব লর্ডস গড়ে প্রায় ১৪০ দিন সভায় মিলিত হয়।

সারকথাঃ

যুক্তরাজ্য বা গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভার নাম হচ্ছে পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের দু'টি কক্ষ-হাউজ অব লার্ডস এবং হাউজ অব কমন্স। সুদীর্ঘকাল ধরে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট গড়ে উঠেছে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টকে পার্লামেন্টের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. কয়টি কক্ষ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত ?

ক. ২টি;

খ. ৩টি;

গ. ১টি;

ঘ. ৪টি।

২. যুক্তরাজ্যের সর্বোচচ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কে মূখ্য ভূমিকা পালন করে?

ক. স্পীকার

খ. রাজা বা রানী

গ. প্রধানমন্ত্রী

ঘ. কমন্সসভা।

৩. রাজা বা রানী যে কোন সময় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন কার পরামর্শে?

ক. বিচারপতি;

খ. স্পীকারের;

গ. প্রধানমন্ত্রীর;

ঘ. আইনমন্ত্রীর।

৪. যে কোন আইন বিধিবদ্ধ, বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে -

ক. শাসন বিভাগ;

খ. বিচার বিভাগ;

ঘ. প্রিভি কাউন্সিল'

ঘ. পার্লামেন্ট।

উত্তরমালাঃ ১, ক ২, খ ৩, গ ৪ ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কক্ষ দু'টির নাম কি ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-২ কমন্স সভার গঠন ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্যঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

- আইন প্রণয়নে কমন্স সভার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন;
- কমন্স সভার সদস্যদের যোগ্যতা ও অধিবেশন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কমন্স সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১২৯৫ সালের 'মডেল পার্লামেন্ট হতে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে হাউস অব কমন্স বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। সদস্যগণ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ফলে বংশানুক্রমিক ও অন্যান্য বিবেচনার দ্বারা প্রাপ্ত লর্ডসভার লর্ডগণের উপর কমন্সসভা প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কমন্স সভার সদস্য সংখ্যা ৬৫৫ জন। নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমন্স সভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'দশক আগেও এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৩৫ জন।

সদস্যদের যোগ্যতাঃ

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের ফলে ভোটাধিকারেরও প্রসার ঘটেছে। যুক্তরাজ্যে ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিক প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে পরিগণিত ও ভোটদানের অধিকারী। যদিও সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ১৮ বছর বয়স্ক নর-নারী ভোটদানের অধিকার রাখে কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে তাঁকে ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে। আইন অনুযায়ী সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিংবা সামাজিক অবস্থান, নির্বিশেষে যে কোন ২১ বছর বয়স্ক ব্রিটিশ নাগরিক কমন্স সভার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। ১৯৫৭ সালে প্রণীত কমন্স সভা অযোগ্যতা আইনানুযায়ী দেউলিয়া, উন্মাদ, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ফলে দন্ডিত ব্যক্তি, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের যাজক, রোমান ক্যাথলিক, চার্চের পুরোহিত, সরকারী কর্মচারী, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের পিয়ারসন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড সভার সদস্যপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ১৯৬৩ সালের পিয়ারেজ আইনানুসারে লর্ড উপাধি ত্যাগ করে কমন্স সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কমন্স সভার সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকায় জনগণের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

কমন্স সভার সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকায় জনগণের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

কমন্স সভার কার্যকালের মেয়াদঃ

সাধারণতঃ কমন্স সভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। ১৯১১ সালের পূর্বে এই মেয়াদ ছিল ৭ বছর। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানী যে কোন সময় কমন্স সভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। যার ফলে সকল সময় কমন্স সভা তার মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা, দলে ভাঙ্গন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের দরুন সরকারের জনপ্রিয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাজা বা রানীকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। তা'ছাড়া কমন্স সভার সাধারণ আসন নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে কোন কারণে শূন্য হলে সেই আসনের জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন সম্মানিত সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, রানীর অধীনে কোন পদে নিয়োগ, কক্ষ থেকে কোন সদস্যের বহিষ্কার, কোন সদস্যের পিয়ার পদপ্রাপ্তির ফলে কমন্স সভার আসন শূন্য হয়ে থাকে এবং এরূপ শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কমন্স সভার অধিবেশনঃ

রাজা বা রানী নিজে বা তাঁর হয়ে রাজকীয় কমিশন বছরে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পর পর অধিবেশন আহ্বানের বিধান ছিল, কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাশের জন্য বছরে অন্ততঃ একবার অধিবেশন জরুরি হয়ে পড়ে। এটি এখন

একটি শাসনতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। সাধারণত অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে কমন্স সভার অধিবেশন বসে। তবে মধ্যবর্তী সময়ে কমন্স সভার অধিবেশন মূলতবীর ব্যবস্থা আছে। কমন্সসভার অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার সময়ে কোন বিলের আলোচনা অসমাপ্ত থাকলে তা পরবর্তী অধিবেশনের সময় নতুন করে উত্থাপন করতে হয়। তবে এরূপ কোন অধিবেশন মূলতবীর সময় কোন বিলের উপর আলোচনা অসমাপ্ত থাকলে অধিবেশন পুনরায় শুরু হওয়ার পর অসমাপ্ত আলোচনা আবার শুরু করা যায়।

কমন্স সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে। পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব, জনপ্রিয় কক্ষরূপে এর গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য ডি লোমী একবার বলেছিলেন, "ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নারীকে পুরুষে এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ছাড়া সবকিছুই করতে পারে।" পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আসলে কমন্স সভার সার্বভৌমত্বকে বুঝায়। হারভে ও ব্যাথার কমন্স সভার কার্যাবলীকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ যথা-

পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আসলে কমন্স সভার সার্বভৌমিকতাকেই বুঝায়।

- সরকারকে সমর্থন, তদারক, সমালোচনা ও তার বৈধতা রক্ষা করা;
- বিতর্কের ব্যবস্থা করা;
- প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা;
- আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা;
- আইন প্রণয়নে সহায়তা করা।

কমন্সসভার কার্যাবলী নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলঃ

সরকার গঠনে কমন্স সভার ক্ষমতাঃ

রাজা বা রানী কমন্স সভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দান করেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার গঠনে এভাবে সাহায্য করা সাংবিধানিক রীতি। পার্লামেন্টের কোন কক্ষের সদস্য নন এবং এমন কোন ব্যক্তি ছয় মাসের বেশী সময় মন্ত্রী পদে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন না। মন্ত্রী সভা গঠনের ক্ষেত্রে কমন্স সভার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের কার্যকাল নিয়ন্ত্রণঃ

যুক্তরাজ্যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অন্যতম মৌলনীতি হল কমন্স সভার নিকট মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে তাদের কাজের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রী সভা কমন্স সভার সমর্থন বা আস্থা হারালে পদত্যাগ করতে হয়। এমন অবস্থায় সরকারের পতন ঘটে। তাই মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব কমন্স সভার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ছাঁটাই প্রস্তাব ও মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে কমন্স সভা ক্যাবিনেটের কার্যকালকে নিয়ন্ত্রণ করে দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সহায়তা করে থাকে। কমন্স সভার ক্ষমতা প্রসঙ্গে বেজহট বলেছেন, কমন্স সভা যে কোন সময়ে যে কোন সরকার গঠন করতে পারে, আবার যে কোন সময় যে কোন সরকারকে বিতাড়িত করতে পারে। তাই তত্ত্বগত বিশ্লেষণে বলা হয়, কমন্স সভাই মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আইন প্রনয়ণ সংক্রান্ত কার্যঃ

যুক্তরাজ্য ও তার উপনিবেশগুলোর জন্য কমন্স সভা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন, আইন বাতিল কিংবা সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজনের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রাখে। কমন্স সভা প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ বিধায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল এ কক্ষেই উত্থাপিত হয়। কমন্স সভায় কোন বিল গৃহীত হলে লর্ড সভা সাধারণতঃ তা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না এবং রাজা বা রানীও সেই সব বিলে সম্মতি দিতে দ্বিধা করেন না। অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কমন্স সভার অর্থ বিল পেশ করা হয় এবং অন্যান্য বিলগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী পেশ করে থাকেন।

কমন্স সভায় বিল উত্থাপন হলে তা আলোচনা এবং যাচাই বাছাই ও অনুমোদিত হবার পর লর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উচ্চকক্ষ বা লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৯ সালের সংসদীয় আইন অনুসারে লর্ড সভা কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলকে এক বছরের বেশী স্থগিত রাখতে পারে না। অতঃপর তৎপরবর্তী সময়ের পর লর্ড সভার অনুমোদন ছাড়াই উক্ত বিল রাজা বা রানীর সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। যে সব বিলে কোন বিশেষ বিতর্ক থাকে না এমন সব বিল এবং বেসরকারী বিলসমূহই সাধারণত লর্ড সভায় প্রথম উত্থাপিত হয়ে থাকে।

অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ

লর্ড সভায় প্রথমে কোন অর্থ বিল উত্থাপন করা হয় না। রাজা বা রানীর সম্মতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী এ বিল কমন্স সভায় প্রথম উত্থাপন করেন। কোন বিল অর্থ বিল কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কমন্স সভার স্পীকার নির্দেশনামা জারীর মাধ্যমে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। কমন্স সভায় কোন অর্থ বিল গৃহীত হলে লর্ড সভা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বরং তা ১(এক) মাসের মধ্যে সংশোধন করার সুপারিশ করতে পারে। কমন্স সভা এ সুপারিশ গ্রহণ না করে বিল রাজা বা রানীর সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে পারে। রাজা বা রানী কোন অর্থ বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন না।

সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণঃ

রাজা বা রানীর পূর্বানুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে পার্লামেন্টে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। এ বাজেটের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আর্থিক নীতি জনগণ বুঝতে পারে। কমন্স সভার অনুমোদন ছাড়া কোন কর ধার্য, করের হার পরিবর্তন, বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ কিংবা কর বিলোপ করা যায় না। সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন অর্থ ব্যয়ের জন্যও কমন্স সভার সম্মতির প্রয়োজন হয়। ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব নিরীক্ষক, সরকারী গাণিতিক কমিটি, আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে কমন্স সভা সরকারী আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্স সভার একক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু লর্ড সভার এমন কোন ক্ষমতা নেই। কমন্স সভায় গৃহীত কোন অর্থ বিল লর্ড সভা বড় জোর ১ (এক) মাস বিলম্বিত করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। অবশ্য কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে অধুনা কমন্সসভার ক্ষমতা অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

বাজেটের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আর্থিক নীতি জনগণ বুঝতে পারে।

বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ

গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্স সভা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রভাবশালী বিতর্ক সভা হিসেবে পরিচিত। জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণ জনগণের অনুকুলে কথা বলার জন্য এখান থেকে ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে সুনাম অর্জনের সুযোগ পান। সাধারণতঃ সরকারী ও বেসরকারী বিল, রাজা বা রানীর বার্তা, রাজকীয় ভাষণ, জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি, সরকার বা বিশেষ কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এখানে চিত্তাকর্ষক ও দৃষ্টি-আকর্ষণকারী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী দল নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ প্রদান করেন, আর বিরোধী দল যুক্তি তর্ক দিয়ে সরকারের নীতি ও কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করে নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন।

বর্তমানে নানা কারণে কমন্স সভার বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

তদন্তমূলক কার্য ও অভিযোগের প্রতিকারঃ

শাসন বিভাগের কার্যকলাপের উপর আনা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কমন্স সভাকে তদন্তমূলক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কমন্স সভা বিভিন্ন কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের বাস্তব চিত্র উদঘাটন করে। জনমতের দিকে খেয়াল রেখে এবং কমন্স সভার দাবী অনুযায়ী কোন মন্ত্রী সিলেক্ট কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা রয়্যাল কমিশন গঠন করে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তদন্তের ব্যবস্থা করে থাকেন। এই কমিটি কর্তৃক আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করে। এসব প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই কমন্স সভায় উত্তপ্ত বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধান সংশোধনমূলক ক্ষমতাঃ

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অত্যন্ত নমনীয় বিধায় সাধারণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে সাধারণ বিল যেভাবে অনুমোদিত হয় ঠিক সেভাবেই সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়। কমন্স সভা কোন বিচারপতির অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজা বা রানী তাঁকে অপসারণ করে থাকেন।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় যুক্তরাজ্যের কমন্স সভাও বিভিন্ন স্বার্থকামী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে থাকে। ঐ সব স্বার্থান্বেষী ও পেশাদারী গোষ্ঠীগুলো কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে বলে কমন্স সভায় নিজ দলের সদস্যদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রনয়ণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

সংযোগ সাধনমূলক কার্যঃ

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কমন্স সভার সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার জনগণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাবলী কমন্স সভায় উত্থাপন করেন। উত্থাপিত আলোচনার ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এভাবে কমন্স সভা এক দিকে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে থাকে।

জনমত গঠন সংক্রান্ত কার্যঃ

সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সকল বিষয়ের উপর সারগর্ভ ও সুনির্দিষ্ট বিতর্ক ও আলোচনা হয় তা সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। এর ফলে জনসাধারণ সরকার ও বিরোধী দলের নীতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে তথা সমসাময়িক রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পারে। ভবিষৎ সরকার গঠনে জনসাধারণ সুচিন্তিতভাবে ভোট প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, তথ্য ও সংবাদের উৎসরূপে কমন্স সভা প্রকারান্তরে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারকথাঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব তথা জনপ্রিয় কক্ষরূপে-এর গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য বলা হয় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সবকিছুই করতে পারে। পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে আসলে কমন্সসভার সার্বভৌমিকতাকেই বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. কমন্স সভার সদস্য সংখ্যা ?

ক. ৬৩৫;

খ. ৫১৬;

গ. ৬৫৫;

ঘ. ৬৫৪।

২. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ছাড়া সবকিছুই করতে পারে"। এ বক্তব্যটি কার?

ক. বেজহট;

খ. ডি, লোমী;

গ. গ্যাটেল;

ঘ. গার্ণার।

৩. মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে -

ক. শাসন বিভাগ;

খ. কমন্স সভা;

গ. লর্ড সভা;

ঘ. রাজা বা রানী।

৪. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে -

ক. লর্ড সভা;

খ. প্রধানমন্ত্রী;

গ. রাজা বা রানী;

ঘ. কমন্স সভা।

উত্তরমালাঃ ১, গ ২, খ ৩, খ ৪ খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেনে কমন্স সভা কিভাবে গঠিত হয়?

২. ব্রিটেনে কমন্স সভার অধিবেশন কিভাবে চলে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটিশ কমন্স সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

কমন্স সভার বিশেষ অধিকার ও কমন্স সভার স্পীকার

পাঠ-৩

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কমন্স সভার বিশেষ অধিকারগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্পীকারের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

কথা বলার অধিকারঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পার্লামেন্ট নিজ অধিকার আদায় করে নেয়। ১৬৮৯ সালে অধিকারের বিল (The Bill of Rights) গৃহীত হলে কমন্স সভার এই বিশেষ অধিকারটি চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি পায়। এ বিল অনুযায়ী পার্লামেন্টের সদস্যদের বাক্-স্বাধীনতা, বিতর্ক করার ও কার্যনির্বাহে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া আদালতে এ সব অধিকারের বিষয়ে কোন অভিযোগ আনা যাবে না। পার্লামেন্টে যে সব সদস্য তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় যে সকল কাগজপত্র বা গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করেন তাঁর জন্য সরকারী গোপন বিষয়-সংক্রান্ত আইন অনুসারে তাঁকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অবশ্য কমন্স সভা তার নিয়ম নীতি ভঙ্গের কারণে কোন সদস্যকে বহিষ্কার বা বন্দী করার নির্দেশ দিতে পারে।

গ্রেপ্তার না হওয়ার বিশেষ অধিকারঃ

কমন্স সভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না। তবে নিরাপত্তামূলক আটক বা ফৌজদারী আইনে কমন্স সভার যে কোন সদস্যকে কক্ষের বাইরে গ্রেপ্তার করা যায়।

স্বাধীনভাবে কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারঃ

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের নীতি অনুযায়ী এর প্রতিটি কক্ষ নিজ নিজ গঠন, কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করতে পারে। সভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং নিজস্ব কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম কানুন প্রণয়ন করা ও সেগুলোকে কার্যকর করার অধিকার কমন্স সভার সদস্যদের রয়েছে।

শাস্তিদানের অধিকারঃ

অধিকার ভঙ্গ ও সভা অবমাননার দায়ে কমন্স সভার স্পীকার কোন সদস্যকে তিরস্কার বা সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করতে পারে। সভার শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ কিংবা সভার প্রতি অশোভন আচরণ প্রদর্শনের জন্য স্পীকার যে কোন ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সভার অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে থাকেন।

বক্তব্য প্রদানের অধিকারঃ

কমন্স সভার সদস্যগণ রাজা বা রানীর নিকট বক্তব্য পেশ করার অধিকার রাখেন তবে সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে এ সুযোগ পান না। সমষ্টিগতভাবে স্পীকারের মাধ্যমে এই অধিকারটি প্রয়োগ করে থাকেন।

স্পীকার

গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক ইতিহাসে স্পীকার পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান । আইন সভার কার্য পরিচালনার আইনগত ও রাজনৈতিক সমস্যার বুদ্ধিদীপ্ত সমাধানে স্পীকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। স্পীকার ছাড়া অন্যকোন প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সংবিধানকে এত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে

সাধারণত সরকারী দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্পীকার মনোনীত হন।

না। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ একজন গ্রহণযোগ্য সদস্যকে স্পীকার হিসেবে মনোনীত করে থাকেন। পূর্ববর্তী স্পীকার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তিনি স্বপদে বহাল থাকতে পারেন। তবে সাধারণত সরকারী দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্পীকার মনোনীত হন। সাধারণত এ পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। তবে ১৯৩৫, ১৯৪৫ ও ১৯৫১ সালে স্পীকার পদের জন্য পার্লামেন্টে নির্বাচন হয়েছিল। অবশ্য এটি নেহায়েতই ব্যতিক্রম ঘটনা। কমন্স সভার স্পীকার মনোনয়ন ঠিক হলে রাজা বা রানীর অনুমোদন অত্যাবশ্যকীয়।

কমন্স সভার স্পীকার ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নতুন স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন স্পীকার স্বপদে বহাল থাকেন। স্পীকার নির্বাচনের পূর্বে রাজা বা রানী কমন্স সভার নব-নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে প্রবীণতম সদস্যকে স্পীকার প্রোটেম (Speaker Protem) নিয়োগ করেন। তাঁর দায়িত্ব হল স্পীকার নির্বাচন পরিচালনা করা।

স্পীকারের কার্যাবলীঃ

কমন্স সভার সভাপতি হিসেবে স্পীকার তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা সর্বোচ্চ । তাঁর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে আদালতে কোন মামলা করা যায় না। তার কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সুষ্ঠু এবং সু-শৃংখলভাবে কমন্স সভার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে স্পীকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সভায় কোন সদস্য শৃংখলা ভঙ্গ করলে স্পীকার কমন্স সভার অনুমতি নিয়ে তাকে কমন্স সভা থেকে বরখাস্ত, বহিষ্কার অথবা সাময়িকভাবে কমন্স সভার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। সভায় কোনরূপ বিশৃংখলা দেখা দিলে স্পীকার সভা মূলতবী রাখতে পারেন।
- কমন্স সভায় আলোচনা ও বিতর্ক চলাকালে শৃংখলা রক্ষার জন্য স্পীকার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সভায় বক্তব্য বা বিতর্কের সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির জন্য কিংবা অশালীন মন্তব্য ও আপত্তিকর আচরণের জন্য তিনি যে কোন সদস্যকে সংযত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।
- কমন্স সভার যে কোন সম্মানিত সদস্য স্পীকারের নিকট সভার কোন কার্য পদ্ধতির যথাযথ ব্যাখ্যা জানতে চাইলে স্পীকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করতে পারেন। এ সব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে নজির হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণের নির্দেশ কেবলমাত্র স্পীকারই প্রদান করতে পারেন এবং ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করতে পারেন।
- কমন্স সভার সদস্যদের অধিকার ভঙ্গের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন সংস্থা জড়িত থাকলে স্পীকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সদস্যের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সভার অবমাননার জন্য, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিতে পারেন।
- অর্থবিল নিয়ে কোন বির্তকের সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কোন বিলকে অর্থ বিল বলে চিহ্নিত করলে স্পীকার সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকেন।

সারকথাঃ

১৬৮৯ সালে কমন্সসভায় বিল অব রাইটস গৃহীত হলে বিশেষ অধিকারগুলো চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি পায়। বিল অনুযায়ী পার্লামেন্টের সদস্যদের বাক-স্বাধীনতা, বিতর্ক করার ও কার্যানির্বাহে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের সাংবিধানিক ইতিহাসে স্পীকার পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্টের কাজ পারিচালনায় স্পীকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. অধিকার বিল গৃহীত হয় কত সালে ?

ক. ১৬৮৯ সালে;

খ. ১৬৯২ সালে;

গ. ১৬৯৫ সালে;

ঘ. ১৭০৫ সালে।

২. কমন্স সভার স্পীকার মনোনয়ন ঠিক হলে কার অনুমোদন আবশ্যক ?

ক. লর্ড সভার;

খ. বিচারপতির;

গ. রাজা বা রানীর;

ঘ. প্রধানমন্ত্রীর।

৩. কমন্স সভায় সভাপতি হিসেবে কে দায়িত্ব পালন করেন ?

ক. প্রধানমন্ত্রী;

খ. রাজা বা রানী;

গ. স্পীকার;

ঘ. প্রধান বিচারপতি।

৪. কোন বিলকে অর্থ বিল বলে চিহ্নিত করলে সে ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদান করেন কে ?

ক. রাজা বা রানী;

খ. বিচারপতি;

গ. প্রধানমন্ত্রী;

ঘ. স্পীকার।

উত্তরমালাঃ ১, ক ২, গ ৩, গ ৪ ঘ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. কমন্স সভার বিশেষ অধিকারগুলো কি?

২. বৃটেনের কমন্স সভার স্পীকারের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ ব্রিটিশ আইন সভার উচ্চ কক্ষ বা লর্ড সভার গঠন ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- লর্ড সভার গঠন প্রণালী আলোচনা করতে পারবেন;
- লর্ড সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

লর্ড সভা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন দ্বিতীয় পরিষদ।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচচ কক্ষের নাম 'লর্ড সভা' (House of Lords)। নর্মান আমলের বৃহত্তর পরিষদ (Magnum Concilium) হতে বিবর্তিত লর্ড সভা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন দ্বিতীয় পরিষদ (Second Chamber)। অতীতে লর্ড সভার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী, কিন্তু বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

গঠন প্রণালী ঃ

লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই জন্ম সূত্রে আসন অধিকার করেন। তাঁরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। তাঁদের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত লর্ড সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৯০। তার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডদের (Hereditary Lords) সংখ্যা ছিল ৭৫৯। উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডগণ ছাড়াও লর্ড সভায় স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের লর্ডগণের জন্যও নির্ধারিত আসন আছে। ১৯৫৮ সালের এক আইন (The Life Peerages Act, 1958) দ্বারা রাজা বা রানী কর্তৃক কিছু সংখ্যক পুরুষ বা মহিলাকে জীবন কালের জন্য লর্ড উপাধিতে ভূষিত করার বিধান রাখা হয়। ১৯৮৮ সালে তাঁদের সংখ্যা ছিল ৩৭৯। তাঁদের মধ্যে মহিলা ছিল ৬০ জনের মত।

লর্ড সভায় ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চ বিশপ এবং লন্ডন ডারহাম ও উইনচেষ্টারের বিশপসহ মোট ২৬ জন যাজক আছেন। এ ছাড়া ৯ জন সাধারণ আপিল লর্ড আছেন। তাঁরা লর্ড সভার বিচার বিভাগীয় কাজ-কর্মের জন্য দেশের প্রখ্যাত আইনজীবীদের মধ্য হতে আজীবনের জন্য বেতনভোগী হিসেবে মনোনীত হন।

সভাপতিঃ লর্ড চ্যান্সেলর (Lord Chancellor) লর্ড সভার সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজা বা রানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি সাধারণত ক্যাবিনেটের সদস্য হয়ে থাকেন। আর তাই কমন্স সভায় স্পীকারের ন্যায় তাঁর ভূমিকা নিরপেক্ষ নয়। তিনি লর্ড সভার বিতর্কে অংশগ্রহণ ও ভোটদান করতে পারেন। তবে তাঁর কোন নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) নাই। লর্ড চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করার জন্য রাজা বা রানী কয়েকজন সহ-সভাপতি (Deputy Speaker) নিয়োগ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কমিটিগুলোর লর্ড চেয়ারম্যান (Lord Chairman of Committees) প্রথম সহ-সভাপতি হিসেবে লর্ড চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যদি সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের সকলেই অনুপস্থিত থাকেন, সে ক্ষেত্রে লর্ডগণ কর্তৃক বাছাইকৃত একজন স্পীকার সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন।

লর্ড সভার সদস্যগণের বিশেষ অধিকারঃ লর্ড সভার সদস্যগণ কতকগুলো বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন। সেগুলো হলঃ

অধিবেশন চলাকালে কোন লর্ডকে দেওয়ানী অপরাধের জন্য আটক করা যায় না;

সদস্যগণ বক্তৃতা প্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করেন;

প্রত্যেক লর্ড পৃথকভাবে রাজা/রানীর সাথে সাক্ষাত করতে পারেন; উল্লেখ্য যে, কমন্স সভার সদস্যগণের এই অধিকার নাই।

অযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে সভার কার্যে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার ক্ষমতা লর্ড সভার আছে।

লর্ড সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

কমন্স সভার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লর্ড সভার শক্তি কমে যেতে থাকে।

লর্ড সভা একাধারে ব্রিটেনের আইন সভার উচচ কক্ষ ও ক্ষমতার অ-স্বতন্ত্রকৃত যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ। গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে কমন্স সভার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লর্ড সভার শক্তি কমে যেতে থাকে। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের সংসদীয় আইন (Parliament Act, 1911 & 1949) দ্বারা লর্ড সভার ক্ষমতা ব্যাপক ভাবে হ্রাস করা হয়। এছাড়াও ১৯৬৩ সালের (The Peerage Act) দ্বারা লর্ড সভার গুরুত্বকে আরও বেশী খর্ব করা হয়। বর্তমানে লর্ড সভা তার সীমিত পরিসরে নিম্নরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন করে থাকেঃ

আইন প্রণয়নেঃ

ব্রিটেনে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিলই কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়। অবশ্য কমন্স সভার উপর চাপ কমানোর জন্য কিছু কিছু বিল লর্ড সভাতেও উত্থাপিত হয়। যেমনঃ দলীয় বাদ-বিতর্ক সংক্রান্ত বিল, অর্থ বিল নয় এমন সব বিল, টেকনিক্যাল বিল ও কম গুরুত্ব সম্পন্ন বিল। ১৯৪৭-৫৭ সালের মধ্যে মোট পাবলিক বিলের এক-চতুর্থাংশই লর্ড সভায় উত্থাপিত হয়।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিলের সংশোধনেঃ

আইন প্রণয়ণ নয়, বরং আইনের বিলগুলোর সংশোধন সাধনই লর্ড সভার প্রধান কাজ। লর্ড সভা আইনের বিলগুলোর চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতে এবং তাদের ভাষাগত সহ অন্যান্য উন্নতি সাধনে কমন্স সভার তুলনায় অনেক বেশী সময় পায় এবং তা করে থাকে। এতে করে সংশ্লিষ্ট বিলগুলোর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাবন করা সহ কমন্স সভায় উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন সব ভুলভ্রান্তি খুঁজে বের করার সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়।

আইন প্রণয়ন বিলম্বিতকরণেঃ

কমন্স সভার বিলের বিধিবদ্ধকরণ বিলম্বিত করার ক্ষমতাই মূলতঃ লর্ড সভার একমাত্র অবশিষ্ট ক্ষমতা। ১৯১১ সালের Parliament Act পাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের হাতে এতদ্‌সংক্রান্ত যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এ আইন পাশ হওয়ার পরেও লর্ড সভা ২ বছর পর্যন্ত কোন সরকারী বিলকে পাশ না করে বিলম্বিত করতে পারত। এর ফলে জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় আইন পাশ করতে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হত। অবশ্য ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের Parliament Act দ্বারা লর্ড সভার এ ক্ষমতাকে ১ বছরে নামিয়ে আনা হয়। তবে সাধারণ নির্বাচনের সামান্য আগে (এক বছরে কম সময় বাকী থাকতে) এ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। মূলতঃ ১৯৪৯ সালের আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরে আইন প্রণয়ন বিলম্বিতকরণ বিষয়ে লর্ড সভার হাতে সামান্য ক্ষমতাই রয়েছে।

সমসাময়িক বিষয়াবলী আলোচনা করাঃ

কমন্স সভার কাজের পরিধি ব্যাপক, তাই সমসাময়িক অনেক বিষয়েই কমন্স সভা সময় দিতে পারে না। কিন্তু লর্ড সভার উপর কাজের চাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকায় তা দেশ রক্ষা, বিদেশ নীতি, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। সরকারী নীতির সাধারণ প্রশ্নাদী বিষয়েই প্রধানতঃ লর্ডগণ বিতর্কে লিপ্ত হন। লর্ড সভার অনেক সদস্যই ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ, তাঁদের অনেকেই আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। অধিকন্তু, তাঁদের অনেকেই 'নির্দল সংসদ সদস্যের' ভূমিকা পালন করতে পারেন। 'ক্লোজার' (Closure) আরোপ করে লর্ড সভার সদস্যদের আলোচনার সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় না। ফলে লর্ড সভা উচচ মান সম্পন্ন, তথ্য বহুল ও বিশ্লেষণধর্মী অবাধ বিতর্কের মাধ্যমে সরকারকে নীতি নির্ধারণে মূল্যবান পরামর্শ দান করতে পারে। লর্ডসভা জনমত গঠনে ও জনগণকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ

ব্রিটেনের সর্বোচচ আপিল আদালত হচ্ছে লর্ড সভা (House of Lords)।□প্রথানুযায়ী এ আপিল বিচার কাজে সাধারণ লর্ডগণ অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। কেবলমাত্র ল' লর্ডগণই উক্ত আদালতের সদস্য হিসাবে কাজ করেন। ল' লর্ডগণের (The Law Lords) মধ্যে আছেন লর্ড চ্যান্সেলর, ৯ জন সাধারণ

আপিল লর্ড, প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলরগণ এবং উচচ বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন এমন সমস্ত লর্ড। কমপক্ষে ৩ জন ল' লর্ড আদালতে উপস্থিত না থাকলে কোন আপিলই শুনানীর জন্য গৃহীত হয় না।

অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

স্থানীয় বা বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিল, অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত আইন (delegated legislation) বিচার বিবেচনা করার কাজে অংশগ্রহণ করে লর্ড সভা কমন্স সভার কাজের চাপ বহুলাংশে কমাতে পারে। বিধিবদ্ধ আইন (statutes) বলে যে সকল বিধান প্রণয়ন করা হয়, তাকে অনুমোদন বা প্রত্যাখান করার ক্ষমতা লর্ড সভার আছে। যে কোন প্রশাসনিক বিষয়ে মন্ত্রীগণকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা লর্ডগণের আছে। শুধু তাই নয়, কমন্স সভার সদস্যগণের ন্যায় বিচারকগণের প্রক্রিয়ায় লর্ড সভার সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন।

সারকথাঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচচ কক্ষের নাম 'লর্ড সভা'(House of Lords)। নর্মান আমলের বৃহত্তর পরিষদ (Magnum Concilium) হতে বিবর্তিত লর্ড সভা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন দ্বিতীয় পরিষদ (Second Chamber)। অতীতে লর্ড সভার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী, কিন্তু বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন-
   ক. কমন্স সভার সদস্য;
   খ. লর্ড সভার সদস্য;
   গ. সিনেটের সদস্য।

২. লর্ড সভার সভাপতিত্ব করেন কে ?
   ক. লর্ড চ্যান্সেলর;
   খ. প্রধানমন্ত্রী;
   গ. রাজা বা রানী;
   ঘ. স্পীকার।

৩. লর্ড সভার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমানো হয় কিভাবে -
   ক. রাজার আদেশ বলে;
   খ. মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা;
   গ. পার্লামেন্ট এ্যাক্ট ১৯১১, ১৯৪৯ দ্বারা।

উত্তরমালাঃ ১, খ ২, ক ৩, গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. লর্ড সভা কিভাবে গঠিত হয় ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. লর্ড সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন

পাঠ-৫

উদ্দেশ্যঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন।

যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হিসেবে কাজ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে সমাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গঠন, নীতি এবং কার্যকলাপের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, ব্রিটেনের বিচার বিভাগেরও তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থায় কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

- ব্রিটেনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। এখানে আইনের চোখে সকলে সমান। সকল ব্যক্তি একই আইন ও আদালতের অধীন। ব্রিটেনে সাধারণতঃ প্রথাগত আইন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্রিটেনের এ প্রথাগত আইনের দ্বারা সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এখানে সাধারণ নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারীদের একই আদালতে একই আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয়। তাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলে একই আইন এবং একই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত।
- ব্রিটেনের সর্বত্র বিচার কাঠামো এক ধরণের নয়। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস এর বিচার কাঠামোর সাথে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিচার কাঠামোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের আদালতগুলো একটি কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীন কাজ করে থাকে।
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আদালতগুলোর নিরপেক্ষতা। বিচারপতিগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন। বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে। রাজা বা রানী তাঁদের নিয়োগ দেন। বিচারপতিগণ কোন অসদাচরণ বা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের প্রস্তাব অনুসারে রাজা বা রানী তাঁদের অপসারণ করতে পারেন।
- ব্রিটেনের বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। ব্রিটেনে কোন লিখিত সংবিধান না থাকায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সুস্পষ্ট ভাবে বিধিবদ্ধ নেই। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগই জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিচারপতিগণ নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ব্রিটেনের বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

- ব্রিটেনের আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা বা আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগ মার্কিন কংগ্রেস প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। কিন্তু ব্রিটেনের বিচার বিভাগ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে না। কেননা আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক হল জুরীর মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করা। সাধারণতঃ ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জুরী হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁরা ন্যায় নীতিবোধ ও স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করেন।

- ব্রিটেনে কোন লিখিত সংবিধান না থাকায় ফলে বিচার ব্যবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারকগণ সাধারণত: প্রথাগত আইনের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনায় ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। এর ফলে বিচারপতিদের পক্ষে অতি দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা সাধারণত: অভিযোক্তা সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারকার্য শুরু হয়। এ ব্যবস্থায় আদালত অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে না। অভিযোগকারীকেই তার অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়।
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের পৃথক কোন আপীল এলাকা নেই। পার্লামেন্টের উচচ কক্ষ লর্ড সভা সর্বোচচ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। এভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা প্রধানত: দেওয়ানী ও ফৌজদারী এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সাংগঠনিক কাঠামো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণত পৃথক আদালতে প্রকাশ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার হয়। সমস্ত ফৌজদারী বিচারে রাজা রানীর নামে অপরাধীকে অভিযুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে দেওয়ানী আইন ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়া বা অধিকার সংরক্ষণ এবং বাক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকার বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । সাধারণত স্বতন্ত্র আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। তাই ব্রিটেনের বিচার কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হযছে। যথা-

- ফৌজদারী আদালত ও
- দেওয়ানী আদালত।

ফৌজদারী আদালতঃ

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন আদালত হল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (Magistrates Courts)। লর্ড সভার চ্যান্সেলর এই আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ফৌজদারী মামলার বিচার এই আদালতগুলোতে হয়ে থাকে। আবার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উপরে রয়েছে রাজকীয় আদালত (The crown court)। এই রাজকীয় আদালত উচচ ন্যায়ালয়ের বিচারকগণ (High Court Judges) সারকিট বিচারকগণ (Circuit Judges) এবং রেকর্ডার (Recorders)-দের নিয়ে গঠিত। সাধারণত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার বিচারই আদালতে হয়ে থাকে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলো যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলা বিচারের অপারগতা প্রকাশ করে রাজকীয় আদালতগুলো সে সকল মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর রায়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় আদালতগুলোতে আপিল করা যায়। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় রাজকীয় আদালতের উপরিস্থ আদালত হল আপিল আদালত। এ আপিল আদালত লর্ড চীফ জাস্টিস (Lord Chief Justice) এবং হাই কোর্টের (The High Court) রাজা বা রানী বিভাগের দুই বা ততোধিক বিচারক নিয়ে গঠিত হয়। রাজকীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আদালতে আপিল করা যায়। এরপরও আইনের প্রশ্নে লর্ড সভায় আপিল করা যায়; তবে আদালতকে এ মর্মে সার্টিফিকেট দিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে জনস্বার্থ এবং আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে।

দেওয়ানী আদালতঃ

ব্রিটেনে দেওয়ানী বিচারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন আদালত হল কাউন্টি আদালত (County Courts)। অধিকাংশ দেওয়ানী মামলার বিচার হয় এই কাউন্টি আদালতে। মাত্র একজন বিচারপতি নিয়ে কাউন্টি আদালত গঠিত। তিনি লর্ড চ্যান্সেলার কর্তৃক মনোনীত হন। কাউন্টি আদালতের অধীন এক বা একাধিক সার্কিট জজ থাকেন। লর্ড চ্যান্সেলার তাঁদের নিযুক্ত করেন। কাউন্টি আদালতগুলোতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অর্থের

দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত বিবাদগুলোর বিচার করা হয়ে থাকে। লন্ডন শহরের কাউন্টি আদালত "মেয়রের বা লন্ডন শহরের আদালত" (The Mayor's and the City of London Court) নামে পরিচিত। যে সকল দেওয়ানী মামলা কাউন্টি আদালতের বিচার করার এক্তিয়ার নেই সেগুলো বিচারের জন্য উচচ ন্যায়ালয়ে (The High Court of Justice) প্রেরণ করা হয়। উচচ ন্যায়ালয় হল উর্ধ্বতন বিচারালয়ের (The Supreme Court of Jurisdicture) একটি অংশ। এই আদালতের তিনটি বিভাগ আছে। যথা- (১) রাজা বা রানীর বিভাগ (The King's or Queen's Bench Division) চ্যান্সারী বিভাগ (২) (The Chancery Division) এবং (৩) পারিবারিক বিভাগ (The Family Division)।□উচ্চ ন্যায়ালয়ে (The High Court of Justice) আণীত মামলাগুলোর বিষয়বস্তু অনুসারে এই বিভাগগুলো বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকে। হাইকোর্টের এই তিনটি বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আদালতে আপিল করা যায়। লর্ড চ্যান্সেলারের সভাপতিত্বে উচ্চ আদালতের কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে আপিল আদালত গঠিত হয়। এই আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে লর্ড সভায় আপিল করা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ফৌজদারী বিচারের ন্যায় দেওয়ানী মামলার ব্যাপারেও সর্বশেষ আপিল আদালত হল লর্ড সভা। তাই লর্ড সভাই হল ব্রিটেনের সর্বোচচ আপিল আদালত। সাধারণতঃ লর্ড সভায় আপিল মামলা বিচারের সময় লর্ড চ্যান্সেলার ও দশজন আপিল লর্ড উপস্থিত থাকেন। তবে বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এমন পিয়ারগণ ও প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলারগণ লর্ড সভায় আপিল মামলার শুনানীতে উপস্থিত থাকতে পারেন। আপিল আদালত বা লর্ড সভার অনুমোদন ছাড়া লর্ড সভায় আপিল করা যায় না। সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত মামলার ক্ষেত্রেই আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে।

লর্ড সভাই হল ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

সারকথাঃ

যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হিসেবে কাজ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে সমাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গঠন, নীতি এবং কার্যকলাপের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, ব্রিটেনের বিচার বিভাগেরও তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. প্রথাগত আইন লক্ষ্য করা যায় কোথায় ?
   ক. আমেরিকায়;
   খ. ব্রিটেনে;
   গ. ভারতে;
   ঘ. বাংলাদেশে।

২. ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের আদালতগুলো কার অধীনে কাজ করে ?
   ক. সুপ্রীম কোর্টের অধীনে;
   খ. রাজার অধীনে;
   গ. কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীনে;
   ঘ. কমন্স সভার অধীনে।

৩. ব্রিটেনে দেওয়ানী বিচারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন আদালত হল -
   ক. জজ কোর্ট;
   খ ফৌজদারী কোর্ট;
   গ. কাউন্টি আদালত।

৪. ব্রিটেনের সর্বোচচ আপিল আদালত হল-
   ক. সুপ্রীম কোর্ট;
   খ. লর্ড সভা;
   গ. হাই কোর্ট।

উত্তরমালাঃ ১, খ. ২, গ, ৩. গ, ৪. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ফৌজদারী আদালত কি ?
২. দেওয়ানী আদালত কিভাবে কাজ করে ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেনের বিচার বাবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা

পাঠ-৬

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ব্রিটেনের দল ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্রিটেনে দল-ব্যবস্থার বিকাশঃ

ব্রিটিশ সংবিধানের ন্যায় সেদেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গঠিত গোষ্ঠীগুলো হতেই মূলতঃ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। কারো কারো মতে, ইংল্যান্ডে গৃহ যুদ্ধের ফলে সেখানে প্রথম দৃশ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো বিকাশ লাভ করে। তৃতীয় উইলিয়ামের সময় যখন পার্লামেন্টের প্রধান্য মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পার্লামেন্টে টোরী ও হুইগ (Torye-Whig)-এ দুই দলের প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ১৬৭৯ সালে সর্বপ্রথম এই দুটি দলের নাম ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনের (The Reform Act, 1832) পর টোরী ও হুইগ দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনৈতিক (Liberal) দল নামে পরিচিতি লাভ করে।

সমগ্র উনিশ শতকে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দল ছাড়া আর কোন দলের অস্তিত্ব ব্রিটেনে ছিল না। ১৯০০ সালের পূর্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্য ছিল, কিন্তু তাদের দলগত কোন রূপ ছিল না। ১৮৯৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে পার্লামেন্টে আরও অধিক সদস্য দাঁড় করাবার জন্য শ্রমিক-সংঘ এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংঘের এক সভা আহ্বান করে। তাঁদের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে এটিই শ্রমিক দল (Labour party) নামে পরিচিত হয়।

যুক্তরাজ্যে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনের রাজনীতি বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে হলে তার দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। দল ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলেই আজ রাজা বা রানী এত দূর্বল আর প্রধানমন্ত্রী এত শক্তিশালী। দল ব্যবস্থার কার্যকারিতার কারণেই বর্তমানে কেবিনেট ও পার্লামেন্টের মধ্যকার সম্পর্ক প্রায় পুরোপুরিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দল ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপরই মূলতঃ যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল। নিম্নে ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ

দল ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলেই আজ রাজা বা রানী এত দূর্বল আর প্রধানমন্ত্রী এত শক্তিশালী।

- ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনে বহু দিন হতেই দু'টি দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জনগণের মধ্যে দু'টি দলের পর্যাপ্ত সংখ্যক সংগঠন আছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়াই তাদের লক্ষ্য। মূলতঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে পারলেই ব্রিটিশ রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। অধ্যাপক ফাইনার ব্রিটিশ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য দু'টি দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও আইন সভার ভেতরে ও বাইরে দু'য়ের অধিক দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

- ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীয় সদস্যগণ দলের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে অনুগত থাকেন। রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে হলে কোন ব্যক্তিকে উক্ত দলের সদস্য তালিকায় শুধু তার নাম অন্তর্ভুক্ত করলেই চলে না; তাঁকে উক্ত দলের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতিও দান করতে হয়। সদস্য পদের জন্য দলীয় সদস্যকে আনুষ্ঠানিক প্রমাণ প্রদানের ব্যবস্থাও আছে।

- ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলো পুরোপুরিভাবে সুসংগঠিত। দেশের সর্বত্রই তাদের শাখা সম্প্রসারিত রয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের সদস্যদের নিকট হতে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা আদায় করে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং শাখাগুলোর মধ্যে সব সময়ই ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হয়। প্রত্যেক

দলেরই বেতনভুক্ত স্থানীয় এজেন্ট, এর আঞ্চলিক ও সদর দপ্তরে বেতন ভোগী কর্মচারী দল আছে। দলীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও দলীয় বিবিধ কাজ পরিচালনা করা তাঁদের দায়িত্ব।

- ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি নির্ধারণে এবং নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ত সামান্য ক্ষমতা দলের স্থানীয় শাখাগুলোর আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও দলীয় সদর দপ্তর ভেটো প্রদান করতে পারে। এখানে কোন দলের নেতৃত্ব দান ও দলীয় অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে ন্যস্ত।

- দৃঢ় শৃংখলা ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য। সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অবশ্যই দলের কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক নির্দেশিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই দলীয় সদস্য হতে হবে এবং দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সংসদে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণের দৃষ্টান্ত ব্রিটেনে বিরলই বলা যায়। দলত্যাগ কিংবা বিরোধী দলের অনুকূলে ভোট দানের দৃষ্টান্ত ব্রিটেনে নেই। এ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন মাত্র।

- ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা পুরোপুরি কার্যসূচী ভিত্তিক। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের জন্য কোন কার্যসূচী প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করে। অনেকে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোকে আধা-আদর্শবাদী (Semi-ideological) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

- রাজনৈতিক দলগুলো শ্রেণী স্বার্থরক্ষার প্রতিভূ-ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে একথা কিছুটা হলেও প্রযোজ্য যে তারা শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করে চলে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলো পুরোপুরি শ্রেণী ভিত্তিক দল না হলেও নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতি তাদের অনুরাগ এবং শ্রেণী ভিত্তিক সমর্থন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিক দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ। শ্রমিক দল সামগ্রিকভাবে সংগঠিত শ্রমিকগণের ও দরিদ্রেরই দল। আবার, রক্ষণশীল দল (Conservative Party) সকল শ্রেণীর জনগণের সমর্থন লাভ করলেও সমাজের এলিটরা উচ্চ শ্রেণী ও সম্পদশালী শ্রেণীগুলোর মধ্যেই এ দলের মূল সমর্থন ভিত্তি নিহিত।

ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

ব্রিটেনের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত, প্রতিশ্রুতিশীল ও শৃংখলাবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অনেকগুলো রাজনৈতিক দল ব্রিটেনে কার্যকর থাকলেও বর্তমান ব্রিটিশ রাজনীতিতে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল- এ দু'টি দলের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। সেখানকার অন্যান্য রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে নব-গঠিত সোশ্যাল এ্যান্ড লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, কো-অপারেটিভ পার্টি, গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট, সোশ্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

রাজনৈতিক দলগুলো ব্রিটিশ সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

রাজনৈতিক দলগুলো ব্রিটিশ সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এ দলীয় রাজনীতির সুবাদেই সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সচল রয়েছে। সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এবং সরকারের উপর যৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করে দাবী আদায়ের জন্য সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের অস্তিত্ব একান্ত জরুরি। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে।

সারকথাঃ

ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা। দলগুলো প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের চেষ্টা করে। নির্বাচনে যে দল কমন্স সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলই সরকার গঠন করে। অপর দলগুলোর মধ্যে কমন্স সভার দ্বিতীয় বৃহৎ দলটি বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় সংস্কার আইন হয়েছিল কত সালে ?
   ক. ১৬৬৯;
   খ. ১৮৩২;
   গ. ১৮৩৫।

২. ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছিল -
   ক. সপ্তদশ শতাব্দীতে;
   খ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে;
   গ. উনবিংশ শতাব্দীতে।

৩. কি কারণে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানীর চেয়ে শক্তিশালী-
   ক. আইনের শাসনের ফলে
   খ. লর্ড সভার কারণে
   গ. দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভবের ফলে।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক, ৩. গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেনে দল ব্যবস্থার বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. যুক্তরাজ্যে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন